বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

প্রথম অধ্যায়

ক. উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমসাময়িক জীবিত লেখকদের মৌলিক এবং সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য।

খ. পুরস্কারের বিবরণ

১. পুরস্কারের নাম 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' ।
২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌলিক এবং সামগ্রিক অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।
৩. সাহিত্যের ১০টি শাখায় এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিটি শাখায় ১জন করে মোট ১০জনকে প্রতিবছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। যদি কোনো শাখায় যোগ্য লেখক না পাওয়া যায় তবে সে বছর সেই শাখায় কোনো পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

শাখাগুলো নিম্নরূপ :

ক. কবিতা
খ. কথাসাহিত্য
গ. প্রবন্ধ/গবেষণা
ঘ. অনুবাদ
ঙ. নাটক
চ. শিশুসাহিত্য
ছ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা
জ. বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান
ঝ. আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি
ঞ. ফোকলোর

৪. প্রতিটি সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

৫. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির পক্ষে সভাপতি এবং মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

৬. কোনো সাহিত্যিককে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

৭. প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোগ্যতা

১. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক এই পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. এই পুরস্কার কেবল ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

৪. পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

৫. কোনো সাহিত্যিককে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৬. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং সাহিত্য পুরস্কার কমিটির কোনো সদস্য এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

১. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে একাডেমির ফেলোদের মধ্যে থেকে ২৫(পঁচিশ) জন প্রস্তাবক নির্বাচন করা হবে।

২. প্রস্তাবকগণ মনোনয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখবেন।

৩. নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য প্রস্তাবক হতে পারবেন না।

৪. কোনো প্রস্তাবক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

চতুর্থ অধ্যায়

১. বাংলা একাডেমি প্রতি বছর ১লা জানুয়ারির মধ্যে প্রস্তাবকের কাছে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করবে :

ক. প্রস্তাবের ছক

খ. বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত জীবিত লেখকদের তালিকা

গ. বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের নাম।

২. প্রস্তাবকগণ প্রস্তাবের ছক যথারীতি পূরণ করে তা একাডেমি কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট খামে মহাপরিচালক বরাবর ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে প্রেরণ করবেন।

৩. প্রস্তাবকগণকে কোনো সম্মানি প্রদান করা হবে না।

৪. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ প্রতিবছর ২০শে জানুয়ারির মধ্যে এই পুরস্কারের জন্য দেশবরেণ্য সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, লেখক, পণ্ডিত, গবেষক এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত দুজন নির্বাহী পরিষদ সদস্য সমন্বয়ে ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি' গঠন করবে। 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি'র বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ-এর সভাপতি ২৩শে জানুয়ারির মধ্যে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি'র সভা আহ্বান করবেন।

৬. 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি' প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিবেচনা করে ঐকমত্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য তাঁদের সুপারিশকৃত নামের তালিকা 'বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ'-এর সভাপতির কাছে প্রেরণ করবেন।

৭. 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি'র সুপারিশকৃত নামের তালিকা অনুমোদনের জন্য ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। নির্বাহী পরিষদের সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ঐকমত্য/সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবেন।

৮. 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি'র প্রস্তাব নির্বাহী পরিষদ ঐকমত্য/সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ গ্রহণ বা আংশিক গ্রহণ করতে পারবেন। তবে তাঁরা নতুন কাউকে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করতে পারবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কর্মকর্তা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের নাম ঘোষণা করবেন।

২. প্রতিবছর ১লা ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রধান অতিথি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরস্কার প্রদান

১. পুরস্কার ঘোষণার পর পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীবৃন্দ পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

২. পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

১. এই নীতিমালা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

১.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ক. মহাপরিচালক

খ. বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

১.২ এই নীতিমালা সম্পর্কে উত্থাপিত যেকোনো সংশোধনী প্রস্তাব লিখিত আকারে প্রস্তাবকের স্বাক্ষর হয়ে নির্বাহী পরিষদে উপস্থাপন করতে হবে।

২. এই নীতিমালায় অনুল্লেখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

ক. বাংলা কবিতায় কবি জসীমউদ্‌দীনের অনন্য অবদান স্মরণে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

খ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোনো শাখায় সার্বিক অবদানের জন্য একজন কৃতি ও খ্যাতিমান সাহিত্যিককে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার'।

খ. এক বছর অন্তর সাহিত্যের যে কোনো শাখায় একজন কৃতি ও খ্যাতিমান সাহিত্যিককে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র এবং সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

ঘ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি এবং মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

ঙ. কোনো সাহিত্যিককে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক এই পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো ব্যক্তি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. এই পুরস্কার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

ঘ. পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

ঙ. কোনো সাহিত্যিককে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

চ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি বা সদস্যগণ এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ 'কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন।

'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	—	সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	—	সদস্য
৩. বাংলা একাডেমির ফেলোদের মধ্যে একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক	—	সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব	—	সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক	—	সদস্য-সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর 'সুপারিশ কমিটি'র এক বা একাধিক সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবেন।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য সাহিত্যিকের নাম দাখিল করবেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ নির্বাহী পরিষদ সাধারণত মান্য করবেন। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সিদ্ধান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হলে নির্বাহী পরিষদ আরও বিবেচনার জন্য 'সুপারিশ কমিটি'র নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। 'সুপারিশ কমিটি' সুপারিশ করেননি এমন কোনো সাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

১লা জানুয়ারি কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্মদিনে 'কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার'প্রাপ্ত সাহিত্যিকের নাম ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতি এক বছর অন্তর অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত সাহিত্যিককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লেখিত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা বাতিল করার অধিকার নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

ক. কবি, ফোকলোরবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর মযহারুল ইসলাম-এর স্মৃতি রক্ষা।

খ. বাংলাদেশের মেধাবী ও খ্যাতিমান কবিদের সম্মানিত করাই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার'।

খ. বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ. প্রতিবছর একজন কবিকে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঘ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিকে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

ঙ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি এবং মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

চ. কোনো কবিকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

ছ. প্রতিবছর নভেম্বর মাসের মধ্যে পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক এই পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী কোনো কবি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. এই পুরস্কার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

ঘ. পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

ঙ. কোনো কবিকে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

চ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সদস্যগণ এ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন।

'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	—	সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	—	সদস্য
৩. একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট কবি	—	সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব	—	সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক	—	সদস্য সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর 'সুপারিশ কমিটি'র এক বা একাধিক সদস্যের পদ শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবেন।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য নাম দাখিল করবেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশকে নির্বাহী পরিষদ সাধারণত গ্রহণ করবেন। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সিদ্ধান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হলে নির্বাহী পরিষদ আরও বিবেচনার জন্য 'সুপারিশ কমিটি'র নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। 'সুপারিশ কমিটি' সুপারিশ করেননি এমন কোনো কবিকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

প্রতিবছর নভেম্বর মাসের মধ্যে 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার' প্রাপকের নাম ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিকে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

তহবিল

প্রফেসর মযহারুল ইসলামের পরিবারের প্রদত্ত অর্থ থেকে 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার'-এর তহবিল গঠিত হবে। এই তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করবে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসেবে গচ্ছিত থাকবে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কারের ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারায় অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লিখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমি মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

ক. মৌলবী সা'দত আলি আখন্দের স্মৃতিরক্ষা।

খ. সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদান অথবা উল্লেখকৃত শাখার (কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা এবং সাহিত্যের অনুবাদ) যেকোনো শাখায় সাহিত্যসেবীদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করাই এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার।'

খ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

গ. প্রতিবছর একজনকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঘ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

ঙ. কোনো সাহিত্যিককে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক এই পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো ব্যক্তি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. এই পুরস্কার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

ঘ. কোনো সাহিত্যিককে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঙ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সদস্যগণ এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

চ. পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদানের জন্য 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন।

'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	——	সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	——	সদস্য
৩. একজন বিশিষ্ট লেখক	——	সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব	——	সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক	——	সদস্য-সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর সুপারিশ কমিটির এক বা একাধিক সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবেন।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য সাহিত্যিকের নাম দাখিল করবেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশকে নির্বাহী পরিষদ সাধারণত গ্রহণ করবেন। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সিদ্ধান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হলে নির্বাহী পরিষদ আরও বিবেচনার জন্য 'সুপারিশ কমিটি'র নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। 'সুপারিশ কমিটি' সুপারিশ করেননি এমন কোনো সাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

প্রতিবছর নভেম্বর মাসের মধ্যে 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার' প্রাপকের নাম ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর বাংলা একাডেমি আয়োজিত একাডেমির সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিককে পুরস্কারের অর্থ, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

তহবিল

মৌলবী সা'দত আলি আখন্দের পরিজন প্রদত্ত অর্থ দিয়ে 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার' তহবিল গঠিত হবে। এই তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করবে। তহবিলের অর্থ সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত থাকবে এবং এর মুনাফা থেকে প্রতি বছর পুরস্কারের অর্থ প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারায় অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লিখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. এই নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

রবীন্দ্র পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

রবীন্দ্র পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষক, সমালোচক এবং রবীন্দ্রসংগীতের গুণী শিল্পীর আজীবন সাধনার স্বীকৃতি প্রদান করাই এ পুরস্কারের লক্ষ্য।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'রবীন্দ্র পুরস্কার'।

খ. রবীন্দ্রসাহিত্যের (কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য) গবেষণা, সমালোচনা, অনুবাদ ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ. প্রতিবছর একজন রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষক বা সমালোচক বা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঘ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক বা সমালোচক বা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীকে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

ঙ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

চ. এই পুরস্কার মরণোত্তর প্রদান করা হবে না।

ছ. প্রতি বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক এ পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো রবীন্দ্র গবেষক, সমালোচক ও রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. কোনো রবীন্দ্র গবেষক, সমালোচক বা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীকে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঘ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি বা সদস্যগণ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

ঙ. পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

চ. এই পুরস্কার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ মার্চ মাসের মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদানের জন্যে 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন।

'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	—	সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	—	সদস্য
৩. একজন গবেষক এবং একজন সংগীতজ্ঞ	—	সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব	—	সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক	—	সদস্য-সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর 'সুপারিশ কমিটি'র এক বা একাধিক সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবে।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্র গবেষক বা সমালোচক বা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীর নাম দাখিল করবেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশকে নির্বাহী পরিষদ সাধারণত গ্রহণ করবেন। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সিদ্ধান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হলে নির্বাহী পরিষদ আরও বিবেচনার জন্য 'সুপারিশ কমিটি'র নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। 'সুপারিশ কমিটি' সুপারিশ করেননি এমন কোনো গবেষক, সমালোচক বা শিল্পীকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

প্রতিবছর এপ্রিল মাসের মধ্যে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্র পুরস্কার'প্রাপ্ত রবীন্দ্র গবেষক বা সমালোচক বা শিল্পীকে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত গবেষক বা সমালোচক বা শিল্পী প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারায় অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লিখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. এই নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

ক. অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন ও হালীমা বেগমের স্মৃতিরক্ষা।
খ. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চায় তরুণ বিজ্ঞান লেখকদের উৎসাহ প্রদান।
গ. বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থকারদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এ পুরস্কার 'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার' নামে অভিহিত হবে।
খ. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের জন্য দ্বি-বার্ষিক এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।
গ. পুরস্কার প্রদান বছরের ও অব্যবহিতপূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।
ঘ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের লেখককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।
ঙ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা

ক. বাংলাদেশের নাগরিকের লেখা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশের ক্ষেত্রে) এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখকের গ্রন্থ এই পুরস্কারের জন্য অগ্রাধিকার পাবে।
খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থ (শিক্ষা, গবেষণা, সংগঠন ও সেবা এবং বিজ্ঞান-সাংবাদিকতা) পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক একটি গ্রন্থকে একবারই এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে পরবর্তীতে একই লেখকের লেখা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক অন্য কোনো গ্রন্থ (খ-এর উল্লেখ অনুযায়ী) এ পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা যাবে।

ঘ. যৌথ লেখকের গ্রন্থ পুরস্কৃত হলে পুরস্কারের অর্থ সমানভাবে বণ্টন করা হবে।

ঙ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি বা সদস্যগণের লিখিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কোনো গ্রন্থ পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

প্রক্রিয়া

ক. পুরস্কার প্রদানের বছর অক্টোবর মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন।

'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	—	সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	—	সদস্য
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক একজন বিশিষ্ট লেখক	—	সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব	—	সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক	—	সদস্য-সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য গ্রন্থ নির্বাচন করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সুপারিশ কমিটি প্রস্তাব দাখিল করবেন ।

গ. বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ 'সুপারিশ কমিটি'র সিদ্ধান্ত বিবেচনা করবেন। সুপারিশ কমিটি নির্বাচন করেননি এমন কোনো গ্রন্থ পুরস্কারের জন্য নির্বাহী পরিষদ বিবেচনা করতে পারবেন না। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ গ্রহণ না করার অধিকার পরিষদের থাকবে।

ঘ. কোনো কারণে কোনো গ্রন্থই যদি পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত না হয় তবে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী সেই দ্বি-বর্ষের জন্য পুরস্কার প্রদান স্থগিত করতে পারবেন।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার'প্রাপ্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাকারের নাম নভেম্বর মাসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের লেখককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কারের জন্য মনোনীত গ্রন্থের গ্রন্থাকার প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

তহবিল

ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন-এর প্রদত্ত অর্থে 'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার' তহবিল গঠিত হয়েছে। এই তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করবেন। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত থাকবে এবং তার মুনাফা থেকে পুরস্কারের অর্থ প্রদান করা হবে। প্রয়োজনবোধে এই তহবিল বৃদ্ধির জন্য তাঁর উত্তরাধিকার বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ এই তহবিলে জমা করা যাবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারায় অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লিখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. এই নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার
এবং
কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার

নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার
এবং
কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক ও শিশুসাহিত্য লেখকের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করা এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার' এবং 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার'।

খ. প্রতি দুই বছরের প্রথম বছর বিজ্ঞান লেখার জন্য 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার' এবং পরের বছর শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হবে ।

গ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানলেখক অথবা শিশুসাহিত্যিককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

ঘ. প্রতিবছর একজনকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঙ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

চ. কোনো লেখককে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক এই পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো লেখক এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. এই পুরস্কার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে এই পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

ঘ. পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

ঙ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সদস্যগণ এই পুরস্কারে জন্য বিবেচিত হবেন না।

চ. কোনো সাহিত্যিককে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার' এবং 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার' প্রদানের জন্য প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন। 'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	——	সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	——	সদস্য
৩. একজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশিষ্ট লেখক	——	সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব	——	সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক	——	সদস্য–সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর 'সুপারিশ কমিটি'র এক বা একাধিক সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবেন।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞান লেখকের নাম অথবা শিশুসাহিত্যিকের নাম দাখিল করবেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশকে নির্বাহী পরিষদ সাধারণত গ্রহণ করবেন। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সিদ্ধান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হলে নির্বাহী পরিষদ আরও বিবেচনার জন্য 'সুপারিশ কমিটি'র নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। 'সুপারিশ কমিটি' সুপারিশ করেননি এমন কোনো বিজ্ঞান লেখককে বা শিশুসাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার এবং কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের নাম প্রতিবছর নভেম্বর মাসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

তহবিল

মেহের কবীর এবং জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর পরিবারের প্রদত্ত অর্থে 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার' এবং 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার'-এর তহবিল গঠিত হবে। এই তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করবেন। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত থাকবে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কারের অর্থ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারায় অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লিখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. এই নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার নীতিমালা

উদ্দেশ্য

ক. বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাকালীন স্পেশাল অফিসার সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহর স্মৃতিরক্ষা।

খ. বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে মননশীল মেধাবী সাহিত্যিকদের অবদানের স্বীকৃতিজ্ঞাপন ও সম্মানিত করাই এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার'।

খ. বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ. প্রতিবছর একজন প্রবন্ধকারকে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঘ. পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রবন্ধকারকে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র এবং সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

ঙ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি এবং মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

চ. কোনো প্রবন্ধকারকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

ছ. প্রতিবছর ২রা নভেম্বর সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মৃত্যুদিনে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো প্রবন্ধকার এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. এই পুরস্কার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

ঘ. পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

ঙ. কোনো প্রবন্ধকারকে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা যাবে।

চ. বাংলা একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি বা সদস্যগণ এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার' প্রদানের জন্য 'সুপারিশ কমিটি' গঠন করবেন।

'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক — সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য — সদস্য
৩. একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক — সদস্য
৪. বাংলা একাডেমির সচিব — সদস্য
৫. বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক —সদস্য-সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর 'সুপারিশ কমিটি'র এক বা একাধিক সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবেন।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য প্রাবন্ধিকের নাম দাখিল করবেন। 'সুপারিশ কমিটি'র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে কমিটির সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ নির্বাহী পরিষদ সাধারণত মান্য করবেন। তবে 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হলে নির্বাহী পরিষদ আরও বিবেচনার জন্য 'সুপারিশ কমিটি'র নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। 'সুপারিশ কমিটি' সুপারিশ করেননি এমন কোনো প্রাবন্ধিককে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের আলোচনা ও মতামতের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

২রা নভেম্বর মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মৃত্যুদিনে 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার'প্রাপ্ত প্রাবন্ধিকের নাম ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর বাংলা একাডেমি সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিককে অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রাবন্ধিক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

তহবিল

সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহর কন্যা নীলুফার বেগম, জামাতা মাহবুব তালুকদার ও পরিবারের সদস্যদের প্রদত্ত অর্থে এই পুরস্কারের তহবিল গঠিত হবে। এই তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করবে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদী হিসেবে গচ্ছিত থাকবে এবং এর মুনাফা থেকে প্রতিবছর পুরস্কারের ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লেখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. এই নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

বাংলা একাডেমি
ঢাকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার
নীতিমালা

উদ্দেশ্য

ক. আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাকে উৎসাহিত করা।

খ. প্রবাসে বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যিক/গবেষকদের অবদানের স্বীকৃতিজ্ঞাপন ও সম্মানিত করাই এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কারের নাম 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার'।

খ. বাংলা সাহিত্যচর্চায় বাংলা ভাষী প্রবাসী সাহিত্যিক/গবেষকদের অথবা ভিন্নভাষী বিদেশি গবেষকদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ. এক বছর অন্তর সাহিত্যের যে কোনো শাখায় অনূর্ধ্ব দুজন সাহিত্যিক/গবেষককে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ঘ. এই পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত সুপারিশ কমিটি যদি পুরস্কার প্রদানের বছর যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো প্রার্থীর নাম প্রস্তাব না করেন তাহলে সে বছর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

ঙ. প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক/গবেষককে পুরস্কারের অর্থ, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

চ. সম্মাননাপত্রে বাংলা একাডেমির সভাপতি ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর থাকবে।

ছ. কোনো সাহিত্যিক/গবেষককে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন

ক. প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক/গবেষক এবং ভিন্নভাষী কোনো বিদেশি যিনি
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন বা বাংলা ভাষায় সৃজনশীল
কাজ করেন তাঁরা এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো
সাহিত্যিক/গবেষক এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

গ. এই পুরস্কার কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা দলকে প্রদান করা যাবে না।

ঘ. পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

ঙ. কোনো সাহিত্যিক/গবেষককে কেবল একবারই এই পুরস্কার প্রদান করা যাবে।

প্রক্রিয়া

ক. বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ এক বছর অন্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে
'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার'-এর জন্য একটি 'সুপারিশ কমিটি'
গঠন করবেন।
'সুপারিশ কমিটি'তে থাকবেন :

১. বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক — সভাপতি
২. নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য—সদস্য
৩. বাংলা একাডেমির ফেলোদের মধ্যে
একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক — সদস্য

৪. বাংলা একাডেমির সচিব —সদস্য।

৫. সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক—সদস্য-সচিব

খ. 'সুপারিশ কমিটি' গঠিত হওয়ার পর 'সুপারিশ কমিটি'র এক বা একাধিক সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হলে একাডেমির নির্বাহী পরিষদ তা পূরণ করবেন।

গ. 'সুপারিশ কমিটি' পুরস্কারের জন্য সাহিত্যিক, গবেষকের নাম দাখিল করবেন। 'সুপারিশ কমিটি'র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে কমিটির সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

ঘ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ নির্বাহী পরিষদে পর্যালোচনা করা হবে। যদি কোনো কারণে নির্বাহী পরিষদ তা গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তাহলে
সেই বছরে কোনো পুরস্কার দেয়া হবে না।

ঙ. 'সুপারিশ কমিটি'র সুপারিশ, সদস্যদের মতামত, আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

পুরস্কার ঘোষণা

জানুয়ারি মাসের মধ্যে 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার'প্রাপ্ত সাহিত্যিক/গবেষকের নাম ঘোষণা করা হবে।

পুরস্কার প্রদান

ক. প্রতিবছর বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে
পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক/গবেষককে পুরস্কারের অর্থ, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

খ. পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া চলাকালে পুরস্কারের জন্য মনোনীত সাহিত্যিক/গবেষক প্রয়াত হলে তাঁর আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা

উত্তরাধিকারীগণ অর্থের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একাধিক হলে পুরস্কারের অর্থ প্রচলিত আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে।

সাধারণ

ক. এই নীতিমালার কোনো ধারার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ. এই নীতিমালায় অনুল্লেখিত কোনো বিষয়ে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

গ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবেন।

ঘ. নীতিমালার কোনো অংশ সংশোধনের প্রয়োজন হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

সংস্কৃতি উপবিভাগের উপপরিচালক নূরুন্নাহার খানম কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি প্রেস ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০২০

বি.দ্র:সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তানুযায়ী নীতিমালা পরিবর্তনযোগ্য।